পাঠকের পাতা:

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

মুক্তমনার ব্লগে মুক্তান্বেষার ৫ম সংখ্যা (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯) প্রকাশের সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ব্লগে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দু'একটি এখানে উৎকলিত হল:

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এর কল্যাণে মুক্তমনার ইস্যুগুলো নিয়মিত পেতাম। এখন দেশের বাইরে থাকার কারণে পাওয়াটা মুস্কিল। ইস্যুগুলো থেকে আমার মনে হয়েছে যে, লেখার মান ডেফিনিটলি ভাল, কিন্তু লে আউট ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেসনের দিক থেকে মুক্তান্বেষা'র কিছু ঘাটতি রয়েছে। এর সাথে যদিও অর্থনৈতিক বিষয়টা জড়িত আছে, তবু আরেকটু কিছু কি করা যায়? এ যুগে তো প্রেজেন্টেশনের একটা গুরুত্ব থেকেই যায়। অন্তত আরো বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করার দিক থেকে।

- বকলম

২২/১/২০১০

মুক্তমনার এডমিন বিভাগের এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঃ

বকলম,

আপনার কথা ঠিক। মুক্তান্বেষার লে আউট ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেসনের দিকে আরো নজর দেয়া প্রয়োজন। কভার-প্রচ্ছদও খুবই গতানুগতিক হয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রথম সংখ্যাটির কভার ডিজাইন বেশ পছন্দ হয়েছিল। এখনকার ডিজাইনটা একেবারে সেকেলে– আশির দশকে বেরুনো 'বিজ্ঞান সাময়িকী' টাইপের পত্রিকাগুলোর মতো। প্রচ্ছদ আরো আধুনিক করা প্রয়োজন।

বোধ হয় দামের কথা মাথায় রেখে যতদূর সম্ভব সুলভমূল্যে পাঠকদের ঘরে পত্রিকা পৌঁছে দেবার চেষ্টাতেই এসব আনুষঙ্গিক ব্যাপারে নজর না দিয়ে পত্রিকার গুণগত মানের উপরেই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। শুনেছি দু'হাজার কপি ছাপানোর সাথে সাথেই এটি বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। মানের জন্যই বোধ হয় এটা সম্ভব। আর দুর্মূল্যের বাজারে মুক্তান্বেষার মত পত্রিকার দাম মাত্র ৩০ টাকা রাখাটাও চাট্টিখানি কথা নয়।

আরেকটা ব্যাপার – আমরা যতদূর জানি দেশের বাইরেও মুক্তান্বেষা সাবস্ক্রাইবের সুযোগ রয়েছে। আপনি ইমেইলে সাইফুর রহমান তপন (tapan@spb.org.bd) -এর সাথে যোগাযোগ করুন।

- মুক্তমনা এডমিন বিভাগ।

http://wwwmukto-mona.com/bangla_blog/

প্রিয় বকলম,

মুক্তান্বেষা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার সুপারিশগুলো আমাদের বিবেচনায় থাকবে। সর্বাঙ্গীন সাজানো ও চিত্রিক উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করছে 'সুন্দরম'। খুব একটা খারাপ হচ্ছে কি ? অবশ্য উন্নতির সুযোগ তো সব সময়ই থাকে। অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের প্রচ্ছদটি সেকেলে ঢংএর। মনে হয় পরমাণুর প্রতীকি চিহ্ন স্থান পাওয়ায় এই ধারণার উদ্রেক হয়েছে। প্রচ্ছদটি তৈরি করেছেন বিখ্যাত স্থপতি অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস। পরমাণু প্রতীক দিয়ে মুক্তান্বেষার বিজ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিৎসাকে আর ফুলের প্রতীক দিয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধের কথাই বোধ হয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি নতুনতর প্রচ্ছদ পরিকল্পনের – ইতিমধ্যেই দু'একজন শিল্পীর সাথে আলাপ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা– আমরা প্রচ্ছদ দিয়ে মুক্তান্বেষার অন্তর্ছবিকে তুলে ধরতে প্রয়াস পেতে চাই- একটি স্থায়ী রূপ সৃষ্টি করতে চাই। পাঠক পত্রিকাটি হাতে তুলে নিলেই যেন বুঝতে পারেন তিনি 'মুক্তান্বেষা' হাতে নিয়েছেন। ৫০-৬০ এর দশকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আতাউর রহমান সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে চাই। তাই ঘন ঘন প্রচ্ছদ পাল্টানোর পক্ষপাতী আমরা

নই। আমাদের ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদটি অনেকের ভাল লেগেছে – এখানে সেটি তুলে ধরা হলো।
-সম্পাদক

উল্টে পাল্টে কয়েক পৃষ্ঠা দেখেছি। দুইটা লেখাও পড়েছি। খুব ভাল লাগল। আজিজ থেকে এক কপি জোগাড় করতে হবে অচিরেই .. .. ।
- শিক্ষানবিস
২২/১/২০১০

মুক্তান্বেষার ৫ম সংখ্যাটি আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমাদেরও ভাল লাগল। পুরো পত্রিকাটি পড়ুন আরও ভাল লাগবে। বর্তমান সংখ্যটিও আশা করি আপনার চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে।
-সম্পাদক।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
আপনার সম্পাদিত মুক্তান্বেষার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যাটি পড়লাম। সবগুলো লেখাই আকর্ষণীয়। এর মধ্যে বিপ্লব রহমানের 'অপারেশন মোনায়েম খান কিলিং' আর অভিজিৎ রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ 'মানব প্রকৃতির জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা' - এ্ই দুটি লেখার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের দুঃসাহসিক অভিযান রোমাঞ্চকর উপন্যাসের কাহিনীকেও হার মানায়। বীর প্রতীককে হাজারো সেলাম, আর এই অপূর্ব কাহিনী সার্থকভাবে তুলে আনার জন্য বিপ্লব রহমানকেও ধন্যবাদ।
অভিজিৎ রায়ের লেখা আমাকে সব সময় আকৃষ্ট করে, কঠিন বিষয়বস্তুকে পাঠকের বোধ্য ভাষায় সহজ করে পেশ করার এক দক্ষ কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। সব কিছু না বুঝলেও তার এই মননশীল প্রবন্ধটি আমার চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে। কিছু প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। আমাদের আচার আচরণ, ভাবনা চিন্তা সবই কি তাহলে পূর্বপুরুষ থেকে সঞ্চালিত ও প্রাপ্ত বংশাণু এককসমূহ বা জিন প্রভাবিত? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যায়, সাংস্কৃতিক অনুশীলনে, আচার-আচরণে, আমাদের পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদির কোন ভূমিকা নেই, কোন প্রভাব নেই ? সবই জিন প্রভাবিত, পূর্ব নির্ধারিত? পূর্বপুরষ থেকে সঞ্চালিত আমার হিংস্র স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নেই, পরিশীলিত নম্রস্বভাব আমি কোন দিনই আয়ত্ত করতে পারব না ? ভাবতে কষ্ট হয়।
সুশীলা প্রামাণিক,
১ম বর্ষ, বিজ্ঞান
ভিকারুন্নেছা স্কুল ও কলেজ,
বেইলি রোড, ঢাকা

কল্যাণীয়া সুশীলা,
তোমার চমৎকার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অভিজিৎ রায়ের প্রবন্ধটির কারণে তোমার মনে যে সব প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে- তা খুবই স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয়। ধৈর্য ধরে অভিজিতের ২য় পর্বটি পড়। অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে। অভিজিৎ নিজেই এ সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে সব প্রশ্নের জবাব তো মিলবে না। তোমাকে নিজেই এর উত্তর পেতে হবে। জিন প্রভাবিত মানসিক প্রভাব থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে তার সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। বিবেক (conscience) তাকে জানিয়ে দেয় কোনটা ভাল কোনটা মন্দ- প্রবৃত্তি যতই তাড়না দিক না কেন ।
- সম্পাদক